

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কার্যক্রম

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংজ্ঞা	<p>বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১ এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এর সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হলো এমন ব্যক্তি যিনি -</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হইয়া বা দুর্ঘটনায় আহত হইয়া বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোন কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা বুদ্ধিতে ভারসাম্যহীন এবং ▪ উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে- <p style="text-align: center;">(অ) স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং</p> <p style="text-align: center;">(আ) স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম।</p> 	
প্রতিবন্ধীত্বের ধরণ	শ্রবণ প্রতিবন্ধী	শ্রবণ প্রতিবন্ধী অর্থাৎ যাহার অপেক্ষাকৃত সুস্থ কানের শ্রবণ ক্ষমতা, সাধারণ কথোপকথন শ্রবণের ক্ষেত্রে ৪০ ডেসিবল (ধনির একক) বা ততধিক মাত্রায় নষ্ট, ক্ষতিগ্রস্ত বা অকার্যকর।
	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী	<ul style="list-style-type: none"> ▪ এক চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই; ▪ উভয় চোখের দৃষ্টি শক্তি নাই।
	বাক প্রতিবন্ধী	যাহার স্বাভাবিক অর্থবোধক ধনি উচ্চারণ করার ক্ষমতা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট বা অকার্যকর।
	বুদ্ধি প্রতিবন্ধী	<ul style="list-style-type: none"> ▪ বয়ঃবুদ্ধির সংগে স্বাভাবিক বুদ্ধির পূর্ণতা ঘটে নাই; ▪ যাহার বুদ্ধাংক স্বাভাবিক মাত্রা অপেক্ষা কম; ▪ মানসিক ভারসাম্য নাই;

		<ul style="list-style-type: none"> মানসিক ভারসাম্য সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নষ্ট হইয়াছে।
	শারীরিক প্রতিবন্ধী	<ul style="list-style-type: none"> একটি বা উভয় হাত নাই; একটি বা উভয় পা নাই; শারীরিক গঠন বিকৃত বা অস্বাভাবিক; স্নায়ুবিক বৈকল্যের কারণে স্থায়ীভাবে শারীরিক ভারসাম্য নাই;
	অটিস্টিক প্রতিবন্ধী	‘অটিজম’-এ আক্রান্ত শিশু/ব্যক্তি
	বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী	যাহার উপরি-উল্লিখিত একাধিক প্রতিবন্ধিতা রহিয়াছে
	মানসিক অসুস্থতা জনিত প্রতিবন্ধী	
	সেরিব্রাল পালসি	
	ডাউন সিনড্রোম	
	অন্যান্য প্রতিবন্ধী	
প্রার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড		<ul style="list-style-type: none"> প্রার্থীকে অবশ্যই বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক হতে হবে। উপবৃত্তি প্রাপককে অবশ্যই বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন ২০০১/ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এর সংজ্ঞানুযায়ী প্রতিবন্ধী হতে হবে।

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ উপবৃত্তি প্রাপকের পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনায় আনতে হবে। ▪ উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীতার মাত্রা তীব্র, মাঝারি ও মৃদু এই ক্রমধারা বিবেচনায় আনতে হবে। ▪ দরিদ্র, ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীগণ উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। ▪ সমাজসেবা অধিদফতর/জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ অগ্রাধিকার পাবে। ▪ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত প্রতিবন্ধী বিষয়ক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীগণ অগ্রাধিকার পাবে। ▪ এসিডদগ্ধ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্যকোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাবে। ▪ এতিম/অনাথ, দুঃস্থ, আদিবাসী, দলিত হরিজন, বেদে সম্প্রদায়ের প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী এবং প্রতিবন্ধী পথশিশু শিক্ষার্থীরা অগ্রাধিকার পাবে।
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	<ul style="list-style-type: none"> ▪ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; ▪ সরকারি, রেজিস্টার্ড বেসরকারি ও সরকারি তালিকাভুক্ত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়; ▪ সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়; ▪ সরকারি ও বেসরকারি কলেজ; ▪ সরকার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সকল মাদ্রাসা;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ সরকারি ও সরকার অনুমোদিত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়; ▪ পাবলিক ও সরকার অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়; ▪ সরকার অনুমোদিত কারিগরী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ▪ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত বেসরকারি/স্বৈচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান পরিচালিত সকল শ্রেণীর প্রতিবন্ধী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
উপবৃত্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা ও শর্তাবলী	<ul style="list-style-type: none"> ▪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট সমাজসেবা অফিসারের নিকট হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে। এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ সুবর্ণ নাগরিক কার্ডধারী। ▪ যে জেলার স্থায়ী বাসিন্দা সে জেলা হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে; ▪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে; ▪ বয়স ৫ বছর বা তদুর্ধ্ব হতে হবে; ▪ অভিভাবকের বার্ষিক আয় ৩৬,০০০ (ছত্রিশ হাজার) টাকার উর্ধ্ব নয় এমন প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী; ▪ তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে ক্লাসে উপস্থিতির হার মাসে কমপক্ষে ৫০% থাকতে হবে; ▪ তালিকাভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে নিয়মিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণসহ বার্ষিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে; ▪ বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট ক্যাচমেন্ট এলাকার দরিদ্র প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী হতে হবে।

উপবৃত্তি প্রাপ্তির অযোগ্যতা	<ul style="list-style-type: none"> ▪ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত না হলে; ▪ প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রী কোন সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরীরত হলে; ▪ প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোন ভাতা বা শিক্ষা অধিদফতর কর্তৃক প্রদত্ত উপবৃত্তি গ্রহণ করা।
কোথায় আবেদন করতে হবে	<ul style="list-style-type: none"> ▪ উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা - উপজেলা পর্যায়ে (পৌরসভাসহ) প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ▪ শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা - জেলা পর্যায়ে অবস্থিত পৌরসভা এলাকার প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে
আবেদন ফর্ম কোথায় পাওয়া যাবে	<ul style="list-style-type: none"> ▪ উপজেলা সমাজসেবা অফিস ▪ শহর সমাজসেবা অফিস / জেলা সমাজসেবা অফিস
অনলাইন ফর্ম	সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইটে (dss.gov.bd) পাওয়া যাবে।
অনলাইনে আবেদন করা যাবে?	bhata.gov.bd
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র	<ul style="list-style-type: none"> ▪ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পরিচয়পত্রের ফটোকপি / সুবর্ণ নাগরিক কার্ড ▪ জাতীয় পরিচয়পত্র / জন্ম সনদের ফটোকপি ▪ ছবি - ২ কপি
ফি	আবেদন ফি: বিনামূল্যে

উপবৃত্তি প্রদানের স্তর ও পরিমাণ	প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার শ্রেণীবিন্যাসে ৪ (চার) টি স্তরে বিভক্ত করে উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করা হবে।	
	স্তর	উপবৃত্তির পরিমাণ
	প্রাথমিক স্তর (১ম শ্রেণী হতে ৫ম শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)	মাসিক ৭৫০ টাকা
	মাধ্যমিক স্তর (৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে ১০ম শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)	মাসিক ৮০০ টাকা
	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর (একাদশ শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)	মাসিক ৯০০ টাকা
	উচ্চতর স্তর (স্নাতক হতে স্নাতকোত্তর শ্রেণী/সমমান পর্যন্ত)	মাসিক ১৩০০ টাকা
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি পরিশোধ পদ্ধতি	<ul style="list-style-type: none"> সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী/বৈধ অভিভাবকের নামে সমাজসেবা কর্মকর্তা ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/ উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপবৃত্তি গ্রহণকারী বা তার বৈধ অভিভাবক বরাবর এ্যাকাউন্ট পেয়ী চেক ইস্যু করবেন। উপজেলা/শহর সমাজসেবা কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ/ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে শিক্ষার্থীর হাতে উপবৃত্তির চেক প্রদান করবেন। অক্ষমতা জনিত কারণে অথবা অন্য কোন সঙ্গত কারণে উপবৃত্তির অর্থ গ্রহণে অসমর্থ হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে উপবৃত্তি 	

	গ্রহণকারীর বৈধ অভিভাবককে উপবৃত্তির চেক প্রদান করতে পারবেন।
উপবৃত্তি প্রদানের সময়কাল	<ul style="list-style-type: none"> প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ জানুয়ারী - ডিসেম্বর ভিত্তিতে প্রদান করা হবে। উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর শ্রেণীর ক্ষেত্রে শিক্ষাবর্ষ জুলাই হতে জুন ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে।
স্তর পরিবর্তন হলে করণীয়	<p>স্তর পরিবর্তন জনিত কারণে উপবৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে:</p> <ul style="list-style-type: none"> কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ১ম শ্রেণীতে ভর্তি হলে তাকে জানুয়ারী মাস হতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে এবং প্রাইমারী স্তর সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি পেতে থাকবে। কোনো প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণী হতে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে উন্নীত হলে তাকে জানুয়ারী মাস হতে মাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে (বরাদ্দ সাপেক্ষে) উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে। তার স্থলে প্রাইমারী স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে উপজেলা/শহর সমাজসেবা অফিসার কর্তৃক সংশ্লিষ্ট জেলার উপপরিচালকদের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে এবং মাধ্যমিক স্তর সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ঐ স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি পেতে থাকবে। জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে নির্বাচিতদের একটি তালিকা সংরক্ষণ করতে হবে।

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ এসএসসি/সমমান পরীক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুন পর্যন্ত উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করতে হবে। অতঃপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে মাধ্যমিক স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোন উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে। ▪ উচ্চমাধ্যমিক স্তরে নতুন ভর্তিকৃত/অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে জুলাই মাস হতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে উপবৃত্তি প্রদান করতে হবে। তবে তিনি মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি পেয়ে থাকলে যে মাস পর্যন্ত উপবৃত্তি গ্রহণ করেছেন তার পরের মাস হতে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের হারে উপবৃত্তি পাবেন। তিনি উচ্চতর স্তরে ভর্তির পূর্ববর্তী মাস পর্যন্ত উচ্চমাধ্যমিক স্তরের জন্য নির্ধারিত হারে (বরাদ্দ সাপেক্ষে) উপবৃত্তি পাবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোনো উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী উচ্চতর স্তরে ভর্তি হওয়ার পর জুলাই মাস হতে উপবৃত্তি প্রদান করা হবে এবং শিক্ষা সমাপনী না হওয়া পর্যন্ত উপবৃত্তি প্রাপ্তির শর্তপূরণ সাপেক্ষে উপবৃত্তি পেতে থাকবেন। অতঃপর সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থী কর্তৃক উপবৃত্তি গ্রহণের পরের মাস হতে উক্ত স্তরের (ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কিংবা জেলাধীন অন্য কোন উপজেলা/শহর এলাকার আওতাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত) প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে নির্বাচনপূর্বক উপবৃত্তি প্রদান করে সমাজসেবা অধিদফতরকে অবহিত করতে হবে। ▪ প্রতি বছর সেপ্টেম্বর মাসে পরবর্তী অর্থবছরের জন্য স্তর পরিবর্তনের কারণে সংশ্লিষ্ট উপজেলা/শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের জন্য বিদ্যমান কোটা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি খাতে সম্ভাব্য কত টাকার প্রয়োজন হবে তার একটি চাহিদা সমাজসেবা অধিদফতরে প্রেরণ করতে হবে। সমাজসেবা অধিদফতর উক্ত চাহিদার আলোকে মধ্যমেয়াদী বাজেটে এ খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
<p>ব্যাংক হিসাব</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ভাতা গ্রহীতাদের সুবিধার্থে সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক/রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে অথবা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ করা হবে। ▪ চূড়ান্ত তালিকায় অন্তর্ভুক্তির পর উপবৃত্তি গ্রহণকারী বা তার বৈধ অভিভাবকের নামে ১০ টাকা জামানতে সোনালী/জনতা/অগ্রণী/বাংলাদেশ কৃষি/রাজশাহী

	<p>কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট শাখায় একটি হিসাব খুলতে হবে।</p>
<p>যে সকল কারণে উপবৃত্তি বাতিল করা যাবে</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত একটানা ৩ মাস ক্লাসে অনুপস্থিত থাকলে উপবৃত্তি প্রদানের আদেশ বাতিল করা যাবে; ▪ যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ না করলে; ▪ উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য তালিকাভুক্তির পর ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে অন্য কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলে তার উপবৃত্তি বাতিল হবে, নতুন ভর্তিকৃত প্রতিষ্ঠানে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে; ▪ মৃত্যুবরণ করলে কিংবা উপবৃত্তি গ্রহণে ইচ্ছুক না হলে; ▪ প্রতিবন্ধী অবস্থা থেকে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করলে।
<p>সেবা প্রদান পদ্ধতি (সংক্ষেপে)</p>	<p>জরিপভুক্ত শনাক্তকৃত ও সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক নিবন্ধিত এবং সরকার কর্তৃক স্বীকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী যাদের পারিবারিক বার্ষিক গড় আয় সর্বোচ্চ ৩৬,০০০/- তারা নির্ধারিত ফরমে উপজেলা / শহর সমাজসেবা অফিসার বরাবরে আবেদন করবেন।</p> <p>নীতিমালা অনুসারে যাচাই বাছাই করার পর প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি গ্রহণকারী নির্বাচন করা হয়। অতঃপর নির্বাচিত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বা অভিভাবককে অবহিত করে বৈধ অভিভাবকের নামে উপবৃত্তির অর্থ উত্তোলনের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। উপবৃত্তির টাকা বিতরণের স্থান, তারিখ সময় নির্ধারণ করে উপবৃত্তি প্রাপ্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী তার পরিবার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অবহিত করার মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।</p>

